দৈনিক [illegible]

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

17 2002

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইতোমধ্যে যেসব খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৩/৪টি ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছোট-বড় নানা সমস্যাই উঠে এসেছে। স্থায়ী শিক্ষক ও নিজস্ব ক্যাম্পাসের অভাব, ছাত্রদের টিউশন ফি ও শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য ইত্যাদি এখন আর অজানা কোন বিষয় নয়। গত শনিবার 'বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ঃ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা ও সুপারিশ প্রসঙ্গ' শীর্ষক এক আলোচনায়ও বক্তারা এই বিষয়গুলোর প্রতি সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলা হয়েছে যে, ৩/৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম শিক্ষকরাই ক্লাস নিচ্ছেন এবং এমন শিক্ষকও রয়েছেন, যিনি ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম ক্লাস নিয়ে থাকেন। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। কোথাও কোথাও মুরগির খোঁয়াড়ের মত গাদাগাদি পরিবেশে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার প্রতি ছাত্র বেতন ১ লাখ, কোথাও ৩০ হাজার, কোথাও ১০ হাজার। শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে এরকম তারতম্য রয়েছে। যেমন ভিসির বেতন কোথাও ১ লাখ, কোথাও ২০ হাজার। সার্টিফিকেট প্রদানের বৈধতা অর্জিত না হলেও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠান করে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। এছাড়া, প্রশাসনিক জটিলতা ও আর্থিক অনিয়মের কারণে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে আছে ৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখিত আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে প্রকাশিত এই তথ্যাদি থেকে এটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, ৩/৪টি ছাড়া বাকি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা, স্থাপনা এবং ব্যবস্থাপনা- কোন ক্ষেত্রেই ন্যূনতম মানে পৌছতে পারছে না। এর ফলে একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মান একেক রকমের। আর তাতে করে যেসব শিক্ষার্থী বেসরকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ছাত্রদের জন্য অভিভাবকদের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে বহুগুণ। কিন্তু, তারপরও শিক্ষামানের নিশ্চয়তা নেই। মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন স্থায়ী শিক্ষক, নিজস্ব শিক্ষক। কেননা, ধার করা পার্টটাইম শিক্ষক দিয়ে আর যাই হোক উন্নতমানের শিক্ষাদান কিংবা শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষামন্ত্রী নিজে উল্লেখিত আলোচনা সভায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা জটিলতা, মামলা-মোকদ্দমা, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের মত দুঃখজনক পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, অস্থায়ী ফ্যাকাল্টিতে ধার করা শিক্ষককে নিয়ে উঁচু মানের লেখাপড়া করানো যাবে না। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফ্যাকাল্টি থাকা জরুরী। এছাড়া তিনি বলেছেন যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেহেতু বেড়েছে, সেহেতু এই ক্ষেত্রে সমন্বয় রক্ষার জন্য এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। তিনি ঢাকার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে বলেছেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিভিন্ন শর্ত শিথিল করা হবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ১৯৯২ সালে প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়, তা কতটা মিটেছে, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি বাস্তবোচিত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত- এটা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ যেনতেনভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে দেয়াটাই যে যথেষ্ট নয়, এটাও গত এক দশকে প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয়তঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিদাতা অর্থাৎ সরকারের এ ব্যাপারে যে পরিমাণ নজরদারী আবশ্যক ছিল, তাতে শৈথিল্য ও উদাসীনতাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠেছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ, স্থায়ী নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ, টিউশন ফি ও শিক্ষক বেতনে সমন্বয় সাধন, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখা, যোগ্য ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাসহ আরো যেসব তাগিদ আজ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে- এসবই সম্ভব হতে পারতো সরকারী পর্যায় থেকে সুষ্ঠু নজরদারী বলবৎ থাকলে। আজ যেসব অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ধরে রাখা এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অহেতুক ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হচ্ছে, প্রকৃত সেসবের কোন অবকাশই নেই। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব শর্তাদি পূরণ না হওয়াতেই বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই বাস্তবতার প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের মনোযোগী হতে হবে বলে আমরা মনে করি। এছাড়া, যারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যারা করতে যাচ্ছেন, তাদেরকেও যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার বাস্তব স্বাক্ষর রাখতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ফাঁকি দেয়া বা চালবাজির কোন অবকাশ যাতে না থাকে, তার নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব চূড়ান্ত বিবেচনায় সরকারেরই। কাজেই, এ ব্যাপারে উপযুক্ত ও কার্যকর সকল পদক্ষেপই সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।